ভূমিকা

স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়বার সময় নাট্যসাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মে ছিল। সেই অনুরাগ থেকে বাংলা নাটক নিয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছা হয়। তাই আদি পর্ব নিয়ে গবেষণা করতে মনস্থ করি। আমার গবেষণার বিষয় স্থির হয় "বাংলা নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্নের অবদান।" রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম সার্থক নাট্যকার। তাঁর আগে বাংলায় নাটক লেখা শুরু হয়েছিল কিন্তু তা পাঠ্যস্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। রামনারায়ণের নাটকই প্রথম মঞ্চ সাফল্য অর্জন করে। তিনি নানা দিক থেকে বাংলা নাটকের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি সমাজ সমস্যামূলক নাটক, পৌরাণিক নাটক ও প্রহসন লিখেছেন এবং কিছু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে বিস্তৃত করেন। তাঁর এই নাট্যকৃতি ১৮৫৪ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে তাঁর নাটক সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে তাঁর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের আলোচনাই মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর নাট্যচেতনার বেশ কিছু বিবর্তন ঘটেছিল। এই আলোচনাগুলিতে তা দেখানো হয় না। বিশেষ করে তাঁর পৌরাণিক নাটক, অনুবাদ নাটক এবং প্রহসনগুলির কোনো আলোচনা এই গ্রন্থগুলিতে প্রায়ই স্থান পায় না। তাই তাঁর সমগ্র নাট্যগ্রন্থাবলীর আলোচনা করার কথা মনে হয়। রামনারায়ণের নাটকগুলিকে আমরা সমকালীন পটভূমিতে স্থাপন করে আলোচনা করেছি। তিনি ছিলেন বাংলা নাটকের আদিপর্বের নাট্যশিল্পী। তাঁর প্রচেষ্টাকে আমরা সে যুগের পটভূমিতেই দেখাতে চেষ্টা করেছি। এই কারণে প্রথমেই সে যুগের নাট্য চর্চার বিশ্লেষণ করে তার রূপটি বুঝতে চেষ্টা করেছি। সেকালের নাট্যরচনা এবং নাট্য অভিনয়ের পটভূমিকায় রামনারায়ণকে উপস্থাপিত করেছি। সে যুগে নাট্যাভিনয়ের চর্চা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। অথচ নাটক তেমন ছিল না। রামনারায়ণকে প্রধানত এই সময়ের দাবী মেনে নাটক লিখতে হয়েছিল। তবু আমরা দেখিয়েছি তিনি বাইরের প্রয়োজনের চাপে নাটক রচনা করলেও বহিরারোপিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাঁর মনের সাযুজ্য ঘটেছিল। আমরা দেখেছি রামনারায়ণ ছিলেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ। সেকালের ইংরেজি শিক্ষা তাঁর তেমন ছিল না। সংস্কৃত শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে সমাজ প্রগতির ভাবনা ধরা দিয়েছিল। জাতীয় জীবনের নবোদিত ভাবচেতনাকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর নাটকে সেই ভাবনার প্রতিফলনও ঘটেছে। সেই কারণে তাঁকে প্রথম সমাজ সচেতন নাট্যকার বলা চলে। আমরা তাঁর সমাজ সমস্যামূলক নাটক এবং প্রহসনে এই সচেতনতার রূপ ব্যক্ত হতে দেখি। অন্যান্য শ্রেণীর নাটকগুলিতেও এই ভাবনার রূপায়ণ কতটা ঘটেছে আমরা তার অন্বেষণ করেছি। তাঁর পৌরাণিক এবং অনুবাদমূলক নাটকগুলিতেও মনে হয় তাঁর কালের ভাবনার কিছু কিছু ছাপ

ফুটে উঠেছে। আমাদের আলোচনা অবশ্য রামনারায়ণের নাট্য বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। এই নাট্য বিশ্লেষণ করে আমরা তাঁর নাট্যরচনা বৈশিষ্ট্য, নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব এবং সাফল্য দেখাতে চেয়েছি। ফলে আলোচনার প্রধান উপায় হয়েছে প্রত্যেকটি নাটকের বিশ্লেষণ। এরই ভিতর থেকে তাঁর গল্প নির্মাণ পদ্ধতির গুণ বা দোষ খুঁজে দেখতে চেয়েছি। নাটকের চরিত্র রচনা, সংলাপ রচনা - এগুলিও আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া সংক্ষেপে আমরা তাঁর নাট্যকলার বৈশিষ্ট্যও দেখাতে চেষ্টা করেছি। নাটকের গঠনশৈলী, সঙ্গীত, সংলাপ, অঙ্ক ও দৃশ্য যোজনা রীতি ইত্যাদির কথা এই নাট্যকলার আলোচনায় করা হয়েছে। এই আলোচনাকে আমরা তাঁর রচনাবলীর ভিতরেই সীমাবদ্ধ রেখেছি।

এই অভিসন্দর্ভ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর সাহায্য ছাড়া এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীরা অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন। কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। এখানে মূল্যবান কিছু গ্রন্থ দেখার সুযোগ পেয়েছি। এই কাজে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন রায়গঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী, সমিত কুমার সাহা ও সুলগ্না ঘোষ। তাছাড়াও আমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ আমাকে এই কাজে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে এই কাজে আমার স্ত্রীর অনুপ্রেরণা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাকে গবেষণা করার সুযোগ দেবার জন্য সর্বোপরি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।